ভর্তিচ্ছুদের জন্য জ্ঞাতব্য

ভর্তির যোগ্যতা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/ইউজিসি স্বীকৃত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩ বছর মেয়াদি স্নাতক (পাশ)/স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

অথবা ৪ বছর স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর থাকতে হবে।

গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.২৫ পেতে হবে।

ভর্তির আবেদন

- অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ ও এর প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করে আবেদন ফরমটির নির্ধারিত স্থানে তারিখসহ স্বাক্ষর করে আবেদন ফি বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অত্র কলেজে জমা দিতে হবে।
- প্রাথমিক আবেদন ফরমে আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত ছবি/কোন তথ্য ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে তার ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- শিক্ষার্থীদের দ্বৈত ভর্তি কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ভর্তি কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের (www.nu.ac.bd/admissions) Important Notice/Prospectus (Masters Professional) অপশন থেকে জানা যাবে।
- ভর্তি কার্যক্রমের ফলাফল পর্যায়ক্রমে মেধা তালিকা, কোটা ও রিলিজ স্লিপের মেধা তালিকার মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করা হবে।
- আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত একটি অঙ্গীকারনামা অনলাইন প্রাথমিক আবেদনে স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।
- ভর্তির ব্যাপারে ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

যা জমা দিতে হবে

- শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল নম্বরপত্র ও সনদপত্রের ১ সেট ফটোকপি (সত্যায়িত ছাড়া)।
- সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি (সত্যায়িত ছাড়া)।
- ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি ১ কপি।

কোর্স ফি

- কোর্স ফি ২৫,০০০/= (পঁচিশ হাজার) টাকা।
- ভর্তিকালীন প্রদেয় ৫,০০০/= (পাঁচ হাজার) টাকা।
- কোর্স ফি কিস্তিতে প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

কলেজের স্বাতন্ত্র্য

- রাজধানীর অভিজাত এলাকা ঢাকার প্রাণকেন্দ্রখ্যাত ধানমন্ডিতে সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে কলেজটি অবস্থিত।
- ঢাবি, জাবি, নায়েম ও ঢাকা টিটি কলেজের উচ্চশিক্ষিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত।
- ক্লাসে আধুনিক শিক্ষা-উপকরণের ব্যবহার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে আনন্দের সাথে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- দেশের শীর্ষস্থানীয় রিসোর্স পার্সন দ্বারা ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট কোর্স করানো হয়।
- টিচিং প্রাকটিস বা অনুশীলন পাঠদানে গমনের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক মডেল টিচিং ক্লাস (Simulation) এর আয়োজন করা হয়।
- Special offer -এর মাধ্যমে লাইব্রেরি থেকে একসেট মডিউল গ্রহণের সুযোগ।
- কোর্স সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে জাতীয় বিশ্ববিদালয়ের সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্ট ও আইইসির প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়।
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও শিক্ষানুরাগীদের দ্বারা কলেজ পরিচালনা।
- একই ক্যাম্পাসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছর মেয়াদি বিবিএ কোর্স করার অপূর্ব সুযোগ।

১ম বিভাগপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থী

শিক্ষাবর্ষ	সংখ্যা	শিক্ষাবর্ষ	সংখ্যা	শিক্ষাবর্ষ	সংখ্যা
২০০৮	৩৬ জন	২০১২	৫৪ জন	২০১৬	৬৫ জন
২০০৯	২৬ জন	২০১৩	৫৫ জন	২০১৭	৪২ জন
২০১০	২৪ জন	২০১৪	৪৫ জন	২০১৮	৫২ জন
২০১১	৫৫ জন	২০১৫	৪৮ জন	২০১৯	৬২ জন

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান
প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১ বছর মেয়াদি

বিএড কোর্সের

ভর্তি নির্দেশিকা

College Code : 6577

Estd : 2006

EIIN : 135357

রাজ্জাক রাবেয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত (গভ. রেজি. এস-১০৪৩০/০৯)

International Education College

ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ

ক্যাম্পাস ঃ বাড়ি-৩৯/এ, রোড-৮, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
(আনোয়ার খান মডার্ণ হসপাতালের বিপরীতে, ধানমন্ডি খেলার মাঠের পশ্চিম পাশে)
ফোন : ০১৭১১ ২৮৯৭৫৪, ০১৬৭৮ ৬২৭৮০৭, ৪৮১১৮২১৬
E-mail : iecnu06@yahoo.com
www.iec.edu.bd

Follow us @ Facebook/International Education College

Education is a life long process 'শিক্ষা জীবনব্যাপী এক প্রক্রিয়ার নাম'। শিক্ষার জিয়ন কাঠির স্পর্শে মানুষ প্রকৃত মানব সম্পদে রূপান্তরিত হয়। মানুষের দেহ, মন ও আত্মা সুসামঞ্জস্যে পরিণত হয়। তাই এরিস্টটল বলেছেন: "Education is the harmonious development of body mind and soul". শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় জাতিসত্তার কাঠামো। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন, নৈতিক মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে চরিত্র গঠন, জীবনের সকল পর্যায়ে নেতৃত্বদানের ও যোগ্য নাগরিক তৈরি করতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আর শিক্ষাকে কল্যাণমুখী করতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা অপরিহার্য।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন- বাংলাদেশ সরকার মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক তৈরিতে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। অনতিবিলম্বে কর্মরত সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার লক্ষ্যে বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে বিএড ডিগ্রি থাকা এখন তাই আবশ্যক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় শিক্ষকতা পেশায় যেতে ইচ্ছুকদের বিএড কোর্স সম্পন্ন করার কোন বিকল্প নেই। এছাড়া শিক্ষকতা পেশায় টিকে থাকতে হলে বা উচ্চতর স্কেল পেতে হলে কর্মরত শিক্ষকদেরকেও জরুরি ভিত্তিতে বিএড কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।

উপর্যুক্ত বিষয় বিবেচনায় রেখে ২০০৬ সালে দেশের ক'জন শিক্ষানুরাগীর অকৃত্রিম প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ'। এর প্রধান লক্ষ্য যুগোপযোগী পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আলোকিত শিক্ষক তৈরি করা। যারা বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবমুখী শিখন, শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের কল্যাণে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক তৈরি করবে।

কলেজটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একাডেমিক কার্যক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও টিটি কলেজের সম্মানিত অধ্যাপকবৃন্দসহ কলেজের ক'জন আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষাবিদ নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর ন্যায় কাজ করছেন। যাঁরা মেধাবী, অভিজ্ঞ, সৃজনশীল, চৌকস, প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং জ্ঞান-দক্ষতায় অনন্য। সমাজ ও জাতির বুনিয়াদ বিনির্মাণের প্রাথমিক ভিত্তির স্থপতি হিসেবে শিক্ষকের গৌরব পার্থিব সম্পদ নয় বরং অপার্থিব অমূল্য সম্পদ এ ভেবে আমাদের শিক্ষকগণ উন্নততর Teaching Method প্রয়োগ করেন। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় পারঙ্গম এসব শিক্ষক জাতির বুনিয়াদ গঠনে ও দেশের ভাবমূর্তি সম্প্রসারণে সদা সচেতন।

বিষয় নির্বাচন

আবশ্যিক বিষয় : ৬০০ নম্বর

প্রথম সেমিস্টার: ১ জানুয়ারি- ৩০ জুন

বিষয়	ক্রেডিট	ক্রেডিট ঘণ্টা*
মাধ্যমিক শিক্ষা	৪	৪০
শিখন- শেখানো দক্ষতা ও কৌশল	৪	৪০
শিখন ও শিখন যাচাই	৪	৪০
শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৪	৪০
২টি শিক্ষণ বিষয়াবলি (৪x২)	৮	৮০
অনুশীলন পাঠদান-১ (৪ সপ্তাহ)	৬	৬০
মোট	৩০	৩০০

* ৬০ মিনিট/১ ঘণ্টার ১০টি ক্লাস ১ ক্রেডিট হিসেবে গণ্য হবে।

২য় সেমিস্টার: ১ জুলাই- ৩১ ডিসেম্বর

বিষয়	ক্রেডিট	ক্রেডিট ঘণ্টা
একীভূত শিক্ষা	৪	৪০
শিক্ষায় গবেষণা	৪	৪০
নৈর্বাচনিক বিষয়	৩	৩০
অনুশীলন পাঠদান-২ (৮ সপ্তাহ) ** (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ শ্রেণি পাঠদান)	১৬	১৬০
কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা	২	২০
মৌখিক পরীক্ষা	২	১০
মোট	৩০	৩০০

** অনুশীলন পাঠদান ১ ও ২, কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে উল্লিখিত ক্রেডিট হিসাব (১ ক্রেডিট=১০ ঘন্টা) প্রযোজ্য হবে না।

শিক্ষণ বিষয়াবলি : ২০০ নম্বর

(যে-কোন ২টি বিষয় নির্বাচন করতে হবে)

ক. মানবিক শাখা

১. বাংলা শিক্ষণ
২. ইংরেজি শিক্ষণ
৩. বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা শিক্ষণ
৪. পৌরনীতি ও নাগরিকতা শিক্ষণ
৫. অর্থনীতি শিক্ষণ
৬. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শিক্ষণ
৭. ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষণ
৮. এডভান্স আইসিটি শিক্ষণ।

খ. বিজ্ঞান শাখা

১. গণিত শিক্ষণ
২. পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষণ
৩. রসায়ন শিক্ষণ
৪. জীব বিজ্ঞান শিক্ষণ
৫. এডভান্স আইসিটি শিক্ষণ

গ. ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

১. ব্যবসায় উদ্যোগ শিক্ষণ
২. হিসাব বিজ্ঞান শিক্ষণ
৩. ফিনান্স ও ব্যাংকিং শিক্ষণ
৪. এডভান্স আইসিটি শিক্ষণ।

নৈর্বাচনিক বিষয়াবলি : ১০০ নম্বর

(যে-কোন একটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে)

১. প্রাথমিক শিক্ষা
২. গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান
৩. চারু ও কারুকলা শিক্ষণ
৪. শারীরিক শিক্ষা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা শিক্ষণ
৫. কৃষিশিক্ষা শিক্ষণ
৬. গার্হস্থ্য অর্থনীতি শিক্ষণ
৭. ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষণ
৮. হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষণ
৯. বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষণ
১০. খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষণ।

টিচিং প্রাকটিস : ১৫০

অনুশীলন পাঠদান-১: কলেজভিত্তিক প্রদর্শন পাঠ ও বিদ্যালয়ভিত্তিক অনুশীলন পাঠদান (২+২) সপ্তাহ = ৪ সপ্তাহ (৬ ক্রেডিট)।

অনুশীলন পাঠদান-২: বিদ্যালয়ভিত্তিক পাঠদান অনুশীলন ৮ সপ্তাহ (১৬ ক্রেডিট), সর্বমোট: ২২ ক্রেডিট।

কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা : ৫০

৬টি আবশ্যিক বিষয়ের উপর ২ঘণ্টাব্যাপী একটি কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

চূড়ান্ত অনুশীলন পাঠদান : ৫০

অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষকের উপস্থিতিতে চূড়ান্ত অনুশীলন পাঠদান অনুষ্ঠিত হবে।

মৌখিক পরীক্ষা : ৫০

অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষকের উপস্থিতিতে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

নির্দেশিত শিখন : ৬০০ ক্রেডিট ঘণ্টা

লাইব্রেরি ওয়ার্ক, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, উপকরণ তৈরি, ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি, এসাইনমেন্ট লিখন, প্রতিফলন দিনলিপি লিখন, গবেষণা কর্ম পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, প্রাতঃসমাবেশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি।